জাপানি ফুটবলারদের কদর বাড়ছে

বদরুল বোরহান *টোকিও, জাপান থেকে*

বর্তমান এশীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন জাপান। ১৯৯৩ সলে জাপানে পেশাদার ফুটবল লীগ (জে লীগ) চালু হয় জাপান ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান মি. কাওয়াবুচির প্রায় একক প্রচেষ্টায়। জাপানের ফুটবল আজকের অবস্থানে আসার পেছনে তার অবদান অসীম। জাপান ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তি তিনি।

এশীয় ফুটবলের অন্যতম শক্তি জাপান। গত বিশ্বকাপে তারা বেলজিয়ামের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে। আর রাশিয়াকে ১-০ গোলে ও তিউনিসিয়াকে ২-০ গোলে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উত্তীর্ণ হয়। বিশ্বকাপ শুরুর আগে প্রস্তুতি ম্যাচগুলোতে জাপানের সাফল্য রীতিমত অবাক করার মতো। ক্যামেরুন, অস্ট্রেলিয়া ও পোল্যান্ডের মতো দলকে পরাজিত করে ব্রাজিলের সঙ্গে ড্র এবং তৎকালীন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের কাছে মাত্র ১ গোলে হেরে যায়।

'৯৮-এর বিশ্বকাপে জাপানের খেলা ফুটবলপ্রেমীদের নজর কাড়ে। তারা আর্জেন্টিনা ও সেবারের জায়ান্ট কিলার ক্রোয়েশিয়ার কাছে ন্যূনতম ০-১ গোলে এবং শেষ খেলায় জ্যামাইকার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে ১-৩ গোলে হেরে যায়। সেবার বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে দুর্ভাগ্যজনক বাদ পড়া জাপানের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলোয়াড় মিউরা কাজু ('কিং কাজু' নামে যিনি সর্বাধিক পরিচিত) ইটালি লীগে খেলার সুযোগ পান নবাগত জেনোয়া দলের পক্ষে। সে সময় কাজু বিশ্ব একাদশেও খেলার সুযোগ পান। কিন্তু ইটালি লীগে কেবল একটি গোল করা ছাড়া তেমন নৈপুণ্য দেখাতে ব্যর্থ হন কাজু। বিশ্বের তাবৎ বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের সমাহার যেখানে, সেখানে সাফল্য পাওয়া অতো সহজ নয়। বেশির ভাগ সময় সাইড লাইনে বসে খেলা দেখেছেন।

তারপর ইটালি থেকে কাজু পাড়ি জমান ক্রোয়েশিয়ার প্রথম বিভাগীয় 'জাগরেব' দলে। ক্রমশ পড়তি ফর্মের কাজু সেখানেও সুবিধা করতে না পেরে দেশে ফেরত আসেন। উল্লেখ্য, কাজুই প্রথম এশীয় হিসেবে ইটালি লীগে খেলার বিরল সুযোগ পান। বর্তমানে কাজুর বয়স ৩৪। এখনো তিনি জে লীগে 'ভিসেল কোবে' দলের খেলছেন এবং মাঝে মধ্যে গোলও করছেন। দলের তিনি অধিনায়ক।

'৯৮-এর বিশ্বকাপে জাপান দলের মূল স্ট্রাইকার জো (JO) স্পেনের প্রথম বিভাগে খেলতে যান। এ খেলায় দুটি গোল করলেও পরবর্তীতে তেমন সাফল্য দেখাতে না পেরে ছয় মাসের মাথায় দেশে চলে আসেন।

'৯৮-এর বিশ্বকাপে জাপান দলের একমাত্র প্রাপ্তি ছিলো তাদের মাঝমাঠের মুখ্য খেলোয়াড় 'নাকাতা'। ইটালি লীগের নবাগত পেরুজিয়া দলের পক্ষে খেলতে নেমেই বাজিমাৎ করেন। সিজন শেষ না হতেই শীর্ষস্থানীয় দল 'রোমা' নাকাতার দিকে হাত বাড়ায়। প্রথম সিজনেই নাকাতা দশটি গোল করে ফুটবলপ্রেমীদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। একই সময় ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নাকাতাকে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করে। নাকাতা রোমা দলে পাড়ি জমান। সিজন শেষে দেখা গেলো রোমা চ্যাম্পিয়ন। পেরুজিয়ায় নাকাতা প্রথম একাদশে সুযোগ পেলেও রোমা দলে নিয়মিত ছিলেন না। প্রায়শই বদলি খেলোয়াড় হিসেবে স্বল্প সময়ের জন্য মাঠে নেমেছেন।

সুজুকি KRC GENK বেলজিয়াম

সিজন শেষে নাকাতা অপর শীর্ষস্থানীয় দল পার্মায় নাম লেখান এবং সম্মানজনক দশ নম্বর জার্সি গায়ে জড়ান। কিন্তু এখানেও নাকাতা নিয়মিত হতে পারেননি। তবে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে প্রায়ই মাঠে নামছেন। এখনও পার্মা দলেই খেলছেন নাকাতা।

পরের বছরই জাপান জাতীয় দলের এবং জে লীগের শীর্ষস্থানীয় দল 'জুবিলো ইওয়াতা' দলের মাঝমাঠের সুদর্শন খেলোয়াড় 'নানামি' ইটালির সেরি-এতে ভিসেঞ্জা দলে যোগ দেন। কিন্তু বদলি খেলোয়াড় হিসেবেও তেমন সুযোগ না পেয়ে ৩/৪ মাসের

মাথায় ফেরত আসেন।

জাতীয় দলের দুর্দান্ত স্ট্রাইকার 'তাকাহারা'কে তিন মাসের জন্য লোন নেয় আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ক্লাব 'বোকা জুনিয়র'। এ ক্লাবটির সঙ্গে ফুটবলের যুবরাজ ম্যারাডোনার নাম জড়িত।

বিশ্বকাপ শুরুর মাসখানেক আগে আর্জেন্টিনা থেকে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিশ্বকাপে খেলার নিশ্চিত সুযোগ হারান।

জে লীগের 'উরাওয়া রেড ডায়মন্ড' দলের মধ্যমাঠের কুশলী খেলোয়াড় 'সিন্‌জি ওনো' হল্যান্ডের প্রথম বিভাগের দল 'ফিয়েনুড' দলে খেলতে গিয়ে প্রথম একাদশে জায়গা করে নেন অসামান্য যোগ্যতায়। এখনো তিনি সে দলের নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে দ্বিতীয় সিজন খেলছেন।

ইনামতো ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগে ফুলহাম দলে খেলছেন

নাকাতা পার্মা, ইতালী

প্রাক বিশ্বকাপ ম্যাচগুলোতে অসামান্য নৈপুণ্য দেখান তরুণ উঠতি প্রতিভা ইনামতো। ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের দুর্ধর্ষ দল আর্সেনাল থেকে অফার পান তিনি। কিন্তু আর্সেনাল তাকে মাঠে নামায়নি। এমনকি বিশ্বকাপে দু'টি গোল করার পরও আর্সেনাল দলে খেলোয়াড় তালিকায় তার নাম দেখা যায়নি। এতে জাপানিরা বিস্মিত হয়। কিন্তু হতাশ হননি ইনামতো। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তারপর সুযোগ এলো। এ বছর প্রিমিয়ার লীগে নবাগত 'ফুলহাম' দল তাকে টেনে নেয়। এফএ কাপে দলের প্রথম খেলায় মাঠে নেমেই ইনামতো তাক লাগিয়ে দেন। তার হ্যাট্রিকের সুবাদে দল জেতে ৩-০ গোলে। এতে দলের প্রথম একাদশে তার সুযোগ পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

এবার বিশ্বকাপে জাপানের প্রথম গোলদাতা সুজুকি। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম গোল করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলশ্রুতিতে বিশ্বকাপ শেষে বেলজিয়ামের প্রথম বিভাগীয় দল কে. আর. সি জেঙ্ক (K.R.C Genk) দলে ডাক পান। বলা বাহুল্য, দলে তিনি নিয়মিত নন।

জাতীয় দলের তরুণ মিডফিল্ডার 'হিরোইয়ামা' পর্তুগাল প্রথম বিভাগে 'ব্রাগা' (Braga) দলে যোগ দেন। তার জার্সি নম্বর আট।

জে লীগের শীর্ষস্থানীয় দল 'ইয়োকোহামা মারিনর্স' দলের জনপ্রিয় মধ্যমাঠ তারকা 'নাকামুরা'। জাপান বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাদ পড়েন। এ নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অদৃশ্য কারণে তিনি ফরাসি কোচ ফিলিপ্পি ট্রোসিয়ের বিরাগভাজন হন। অথচ প্রাক বিশ্বকাপের শেষ ওয়ার্মআপ ম্যাচেও নাকামুরা দুটি দৃষ্টিনন্দন গোল করেন। দ্বিতীয় গোলটি সরাসরি কর্নার কিক্ থেকে জালে জড়িয়ে যায়। সবাই যখন বিশ্বকাপ দলে তার স্থান নিশ্চিত ভেবেছেন, তখনি কোচ বোমা ফাটান। বিশ্বকাপ দলের নাম ঘোষণায় নাকামুরার নাম না থাকায় সবাই বিস্ময় প্রকাশ করেন।

প্রতিভা কখনো চাপা থাকে না। বিশ্বকাপের পরপরই ইটালির প্রথম বিভাগে নবাগত 'রেজ্জিনা' দল নাকামুরাকে কিনে নেয়। আর প্রথম খেলাতেই ত্রিশ গজ দূর থেকে নেয়া ফ্রিকিকে এক দৃষ্টিনন্দন গোল করে দলের অপরিহার্য খেলোয়াড় হিসেবে স্থান করে নেন।

জাপানে ফুটবল তেমন জনপ্রিয় ছিল না। জাপানিদের প্রিয় খেলা 'বেসবল'। আর বয়স্কদের প্রিয় খেলা 'সুমো' কুস্তি। '৯৩ সালে পেশাদার ফুটবল লীগ চালু হওয়ায় এবং বিশ্বের তারকা খেলোয়াড়দের (জিকো, লিনেকার, শিলাচি, ডুঙ্গা, জরজিনহো, কারেকা, স্টয়কোবিচ ও ম্যারাডোনার ছোট ভাই প্রমুখ) যোগদানের ফলে জে লীগের যেমন জৌলুস বেড়ে যায়, তেমনি ফুটবলের জনপ্রিয়তাও বাড়তে থাকে। আর বিশ্বকাপ তো জাপানে ফুটবল জ্বরে ভাসিয়ে দেয়।

অর্থনীতিতে শক্তিশালী জাপানে স্পন্সরের অভাব নেই। আর মুক্তবাজার অর্থনীতিতে জাপান একটি বিরাট নিয়ামক দেশ। জাপানের বাজার ধরতে পারলে ব্যবসায়িক সাফল্য নিশ্চিত। তাই ইউরোপের ক্লাবগুলো জাপানের তরুণ ফুটবল প্রতিভাগুলোকে কিনে নিচ্ছে।

উদাহরণ হিসেবে নাকাতার কথাই ধরা যাক। ইটালির পার্মায় খেলার সুবাদে জাপানে পার্মার দশ নম্বর জার্সির কাটতি প্রচুর। এই জার্সিটি জাপানে তিন থেকে পাঁচ হাজার ইয়েনে বিক্রি হচ্ছে। জাপানের তরুণ-তরুণীরা এই জার্সিটি দেদারছে কিনছে। তাছাড়া পার্মার মনোগ্রাম খচিত বিভিন্ন শোপিচের চাহিদাও কম নয়। অর্থাৎ পার্মা নাকাতাকে কিনে নিয়ে জাপানে চুটিয়ে ব্যবসা করছে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, কিনে নেয়া খেলোয়াড়টিকে নাকাতার মতো হিট হতে হবে। 'কাজু' ও 'নানামি' ইটালিতে হিট্ করেনি বলেই তাদের ফেরত আসতে হয়েছে। হল্যান্ডে 'সিন্‌জি ওনো' হিট করেছেন। 'নাকাতা'র পথ ধরে 'নাকামুরা'ও হিট করতে যাচ্ছেন। আর এভাবেই দেশের বাইরে জাপানি ফুটবলারদের কদর ক্রমশ বাড়ছে। এটা শুধু জাপানের নয়, পুরো এশিয়ার জন্য গর্বের বিষয়।